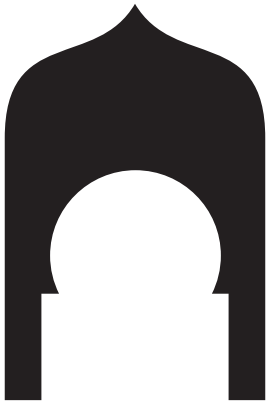

হযরত উসমান

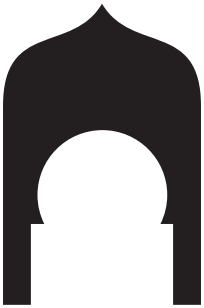

হযরত ওসমান

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ

KOBI PROKASHANI

ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে, তথা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে, ইসলামের প্রতিষ্ঠা যে আশ্চর্যতম ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নেই। মরু আরবের অধিবাসী শতধাবিচ্ছিন্ন ও ছন্নছাড়া এক বিশাল মানব গোষ্ঠীকে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.) তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব তৌহিদের মায়াডোরে বাঁধিয়া এমন এক শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন, যার জয়গান একদা পৃথিবীকে মুখরিত করিয়াছিল। সে জাতির কীর্তিগাথা স্মরণে আনিতে আমাদের প্রাণে পুলকের সঞ্চার হয়; হৃদয় এক অভূতপূর্ব গৌরবের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সেই ছন্নছাড়া মনুষ্য উপাদান জগতের অলক্ষিত ও অবহেলিত অবস্থায় সারা জাযিরাতুল আরবে বিক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু তপসিদ্ধ মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া সেই শতধাবিচ্ছিন্ন ধুনীয়ারা জাতি কল্যাণময় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং জগতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরাতন জাতিসমূহের ক্ষীয়মাণ সভ্যতার জীর্ণ খোলস উন্মোচিত করিয়া সর্বত্র এক উন্নত সভ্যতার আলোকপ্রবাহ সঞ্চালিত করে। সে এক মহা বিস্ময়কর পরিবর্তন। আপাতদৃষ্টিতে এ কাজ মানবের অসাধ্য মনে হইলেও একজন মানুষের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে সে সত্যই সম্ভবপর হইয়াছিল, ইসলামের ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

বিশ্বের এই আশ্চর্যতম ঘটনা (The greatest miracle) সংঘটিত হইবার ফলে যে কয়জন মহাপ্রাণ ব্যক্তি নবীর দক্ষিণ হস্তরূপে কার্য করিয়াছিলেন, সুদিনে-দুর্দিনে, সুখে-দুঃখে, সকল অবস্থায় তাঁহার পার্শ্বে থাকিতেন এবং নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও অকৃত্রিম সহযোগিতার দ্বারা মুসলিম জাতিকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—সেই 'সাহাবায়ে কেরাম'দের ভিতর হযরত ওসমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নবীর দুই কন্যাকে বিবাহ করার জন্য তিনি 'ওসমান জুন্নুরায়েন' এই গৌরবময় নামে অভিহিত হইয়াছিলেন এবং এই নামেই তিনি মুসলিম জাহানে সুপরিচিত।

মহানবীর তিরোধানের পর যাঁহারা নবগঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর দুই বৎসর এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর দশ বৎসর রাজত্ব করার পর, হযরত ওসমানের ওপর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। কিন্তু এই দ্বাদশ বৎসরে মুসলিম জাতির সমাজ-জীবনে অনেক পরিবর্তন আসিয়াছিল। নব নব জয়ের উন্মাদনায় আরব জাতি

মাতিয়া উঠে, আর সেই সঙ্গে ইসলামের মৌলিক আদর্শ থেকে তাহারা ক্রমেই সরিয়া পড়তে থাকে। মক্কার কোরাইশগণ, যাহারা বরাবর নবীর বিরোধিতা করিয়া শেষমুহূর্তে অনন্যোপায় হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মানসিক অবস্থা ছিল অনুরূপ। পার্থিব বিজয় ও ক্ষমতার লিপ্সা তাঁহাদের ভিতর প্রবল ছিল, ইসলামের প্রতি আসক্তি ছিল সামান্য। এইসব লোক নবীর তিরোধানের অল্প দিন পরেই ইসলামের প্রবর্তিত নিয়মানুবর্তিতা ও ত্যাগের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। দেশজয়ের ফলে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার উপকরণসমূহ প্রচুর পরিমাণে আয়ত্তে আসায় তাহাদের ভোগবিলাসের পথও সুগম হইয়াছিল।

ইসলামের যেসব মহান সেবক তার প্রাথমিক যুগে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠায় অশেষ দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে দুনিয়া থেকে চলিয়া যাইতেছিলেন। যে তরুণ দশ তাঁহাদের স্থলবতী হইয়াছিল, তাহারা তাহাদের পিতা-পিতামহদের ত্যাগ ও নিষ্ঠার কথা বিস্মৃত হইয়া স্বার্থ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মাতিয়া উঠে। ফলে মুসলিম সমাজে নানা দিক হইতে আত্মকলহ ও হৃদয়হীনতার অভিসম্পাত নামিয়া আসে। হাশেমি ও উমাইয়া গোষ্ঠীর পুরাতন জ্ঞাতি-বিরোধ, বিভিন্ন উপজাতির ভিতরকার গোত্রীয় কলহ, কোরাইশ-অকোরাইশে কৌলীন্য ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরব-অনারবকে জাতিভেদমূলক ঈর্ষা, শিয়া-সুন্নিতে মতগত অনৈক্য, শাসক-শাসিতের ভিতরকার বৈষম্যজনিত তিক্ততা, সর্বোপরি মদিনার এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি চির স্বাধীনতার উপাসক আরব জাতির স্বভাবগত বিতৃষ্ণা সমস্ত মিলিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যকে একান্তভাবে সমস্যাসংকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

এই অবস্থায়, ভাবি দুর্যোগের ইঙ্গিতময় পটভূমিতে দাঁড়াইয়া হযরত ওসমান যখন মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি স্বভাবতই নিজেকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য, নবীর হাতে গড়া যে সব সাহাবি ইসলামি শাসন-সংস্থার মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ পরলোকগমন করায় এবং যাহারা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহারাও বার্ধক্যবশত রাষ্ট্রীয় গোলযোগ হইতে দূরে সরিয়া থাকায়, হযরত ওসমান শুধু তাঁহাদের সক্রিয় সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন নাই, সংকটকালে নিঃস্বার্থভাবে তাঁহাকে সদুপদেশ দিবেন এমন লোকের সংখ্যাও নিতান্ত বিরল হইয়া পড়ে।

হযরত ওসমানের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পশ্চিমে মরক্কো এবং পূর্বে তুর্কিস্থান এই ছিল উহার সীমানা। এই বিশাল এলাকার শাসন-সংস্থার ভিতরও নানারূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হযরত ওসমান বাধ্য হইয়া পুরাতন গভর্নরদের অপসারিত করিয়া নতুন লোক নিযুক্ত করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাতেও অবস্থার উন্নতি হয় না। কারণ, ঘটনাক্রমে নতুন শাসকদের অধিকাংশই জুটিয়াছিল উমাইয়া গোত্র হইতে। উমাইয়াগণ সাধারণত

উদ্ধত স্বভাব সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। নবীর প্রবর্তিত গণতান্ত্রিক নীতি তাঁহারা বুঝিতেন না; অথবা বুঝিলেও অনুসরণ করিতেন না। কাজেই প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনে তাঁহারা সমর্থ হন নাই। অথচ তাঁহাদেরই কারণে হযরত ওসমান স্বজন তোষণের দুর্ণামে কলঙ্কভাগী হন।

শাসকবর্গের অহমিকা ও পক্ষপাতিত্বে জনগণের ভিতর যে অসন্তোষ সৃষ্টি করে, খলিফার নিকট তাহার উপযুক্ত প্রতিকার না পাইয়া তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তদুপরি খলিফার অবিধেয় কর-নীতি তাহাদের সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে। প্রজাদের এই উত্তেজনামুখর বিক্ষোভে ইন্ধন জোগায় কতিপয় স্বার্থান্বেষী তরুণ নেতা। যাহাদের বিষাক্ত প্ররোচনার ফলে প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহী মনোবৃত্তি বিপ্লবী রূপ পরিগ্রহ করে এবং পরিশেষে রাজধানী মদিনার বুকে অসহায় খলিফার উপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণসহ ফাটিয়া পড়ে। ফরাসি-বিপ্লবের ভাগ্য বিড়ম্বিত সম্রাট ঘোড়শলুইর মতো মুসলিম জাহানের অসহায় খলিফা হযরত ওসমানকেও বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল।

এ কথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে, দোষে-গুণেই মানুষের চরিত্র গঠিত হয়। হযরত ওসমানের দোষ ছিল ইহা সত্য, আবার তাঁহার গুণও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ভাগ্যের দোষে তাঁহার দোষগুলোই শেষকালে বড় হইয়া দেখা দেয়; গুণগুলো লোকে বিস্মৃত হয়। তাই, একদা জনপ্রিয় হযরত ওসমান দানে অতুলনীয়, হৃদয়ের মহত্ত্বে ইতিহাসে স্মরণীয় নবীর প্রিয় জামাতা, হযরত ওসমান জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া এমন দুঃখের ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তিম দিনগুলো অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন, ভাবিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। ইহাকেই বলে প্রাক্তন!

মোহম্মদ বরকতুল্লাহ

সূচিপত্র

জন্ম ও বংশ-পরিচয় ১৩

হযরত ওসমানের ইসলাম গ্রহণ ১৭

নবী-কন্যার পাণি গ্রহণ

হিজরত

মদিনায় আগমন ২২

জঙ্গে ওহোদ

জঙ্গে আহযাব (পরিখা-যুদ্ধ)

নবীর প্রথম হজযাত্রা ২৭

হোদায়বিয়ার সন্ধি ও হযরত ওসমানের দৌত্য

ইসলামের সেবা ও দানশীলতা ৩০

নির্বাচন-প্রতিযোগিতা ৩৬

হযরত ওসমানের শাসনভার গ্রহণ ৪১

ওমর-পুত্র ওবায়দুল্লাহ্‌র বিচার

নাগরিকদের ভাতা বৃদ্ধি

শাসন-সম্পর্কিত ফরমান জারি

কতিপয় সীমান্ত-বিদ্রোহ ও খলিফার যুদ্ধায়োজন ৪৭

পারস্য

মিসর

আলেকজান্দ্রিয়া

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ ৫৫

কুফার গভর্নর সাদ বিন আবি ওক্কাসের পদচ্যুতি

এবং ওলিদের নিয়োগ

মিসরের গভর্নর আমর বিন আল আ'সের অপসারণ

রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা ৬০

রাস্তা নির্মাণ ও সরাই প্রতিষ্ঠা

কূপ খনন

বাঁধ নির্মাণ

চারণভূমি সংস্করণ

রিলিফ-ব্যবস্থা

মসজিদে নববির সম্প্রসারণ

বায়তুল মাল থেকে ঋণ দান

কোরআন সংকলন

হযরত ওসমানের পররাষ্ট্রনীতি—সীমান্তরক্ষা ও সাম্রাজ্য বিস্তার ৬৭

ত্রিপলী যুদ্ধ ও রোমানদের উপর বিজয় (২৭ হি.)

মুসলিম নৌবাহিনী গঠন ও সাইপ্রাস অধিকার (২৮ হি.) ৭২
বসরায় শাসন-বিভ্রাট ৭৬
গভর্নর মুসা আল আশারীর পদচ্যুতি এবং
আবদুল্লাহ্ বিন আমরের নিয়োগ
মধ্য এশিয়ায় বিজয় অভিযান
আর্মেনিয়া ও ককেসাস বিদ্রোহ
কুফায় গোলযোগ-ওলিদের পদচ্যুতি ও
সইদ বিন আল আসের গভর্নর পদে নিয়োগ
পশ্চিম-এলাকা-সাইপ্রাস ও মিসর ৮৩
১. সাইপ্রাসে দ্বিতীয় অভিযান
অন্যান্য যুদ্ধবিগ্রহ
২. মিসরে বিক্ষোভ
মুহম্মদ বিন আবু বকর
মুহম্মদ বিন আবু হুজাইফা
আবদুল্লাহ ইবনে সাবা
হযরত ওসমানের নয়া শাসন-নীতি ৯৩
পুরাতন গভর্নরদের অপসারণ
শাসনব্যবস্থার উন্নয়ন প্রচেষ্টা
প্রতিক্রিয়া
হযরত ওসমানের রাজস্ব-নীতি ১০৪
প্রজাস্বত্বের হস্তান্তর ও জমিদারি প্রথার উদ্ভব
জমিদারি ও জায়গিরদারি প্রথার প্রতিক্রিয়া
আবু জর গিফারী
হযরত ওসমানের অর্থনীতি ১১৭
কর আদায় ও রাজস্ব বণ্টন
পরবর্তী ব্যয়নীতি
প্রত্রিক্রিয়া
হযরত ওসমান ও তাঁর প্রজাপুঞ্জ ১২৮
কোরাইশ গোত্র
আনসার শ্রেণি
সাধারণ আরব
অন-আরব
জিম্মি
দাস শ্রেণি
খলিফার প্রতি প্রজাবর্গের বিরূপ মনোভাব
বিদ্রোহের পূর্বাভাস ১৩৮
কুফায় শাসকশক্তির প্রকাশ্য বিরোধিতা
খলিফার নিকট বিদ্রোহী-নেতা মালিক উশ্তারের পত্র
হাকিম ইবনে জাবালা

মদিনার পরিস্থিতি ১৪৪
কুফার ঘটনাবলির প্রতিক্রিয়া
সাহাবি, উলেমা সম্প্রদায় ও হযরত ওসমান
কোরআন দগ্ধ করার অভিযোগ
সাধু আবু জরের নির্বাসন
মদীনার মসজিদ সম্প্রসারণ
নামাজে সিজদা বৃদ্ধির অভিযোগ
কসর নামাজের প্রশ্ন
অশ্বের উপর জাকাত আদায়
মালে গনিমত বণ্টন
প্রতিকূল পরিবেশ ১৫৫
অশান্ত আরব ও খলিফার নিঃসঙ্গতা
দুইটি বিপরীত আদর্শের সংঘাত
শিয়া-সুন্নীদের দলীয় বিরোধ
মুনহারাইট ও হিমারাইট দ্বন্দ্ব
বিদ্রোহের অগ্রগতি ও বিপ্লবের পূর্বাভাস ১৬৪
খলিফার কৈফিয়ত
আসন্ন বিপ্লব নিবারণে খলিফার প্রয়াস
বিদ্রোহের নগ্নরূপ ১৭২
প্রথম পর্যায়—বিদ্রোহীদের মদিনায় উপস্থিতি
দ্বিতীয় পর্যায়—খলিফার সকাশে বিদ্রোহী দল
তৃতীয় পর্যায়—খলিফার উপর আক্রমণ ও গৃহ-অবরোধ
হযরত ওসমানের অন্তিম দিনগুলো ১৮১
অবরুদ্ধ পরিবারের চরম দুরবস্থা
হজের মৌসুম
প্রথম পত্র
দ্বিতীয় পত্র
শাহাদাত ১৯০
জানাজা ও দাফন
হযরত ওসমানের চরিত্র
হযরত ওসমানের বংশ তালিকা ১৯৮
গ্রন্থপঞ্জি ১৯৯

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

মক্কার লোকেরা বলত, কেহ যদি দুনিয়ায় হযরত ইউসুফের রূপরাশি দেখিতে চায়, তাহাকে আফ্‌ফানের পুত্র ওসমানের দিকে তাকাইতে বলো। ওসমান শুধু রূপেই অনিন্দ্যসুন্দর ছিলেন না, গুণেও কুরাইশ-যুবকদের ভিতর তাঁর তুলনা ছিল বিরল। ফুলের মতো সুকুমার দেহ এবং শিশিরের মতো শুচিশুভ্র মন লইয়া তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ সওদাগর আফ্‌ফানের গৃহ আলোকিত করেছিলেন। পিতামাতা স্বগৃহে তাঁর বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেকালে মক্কায় স্কুল-মাদ্রাসার অভাব ছিল। ধনীর সন্তানরা নিজ নিজ গৃহেই লেখাপড়া শিখিত। ব্যবসায়ের জন্য বেশি লেখাপড়ার প্রয়োজন হইত না। হযরত ওসমান ঘরে বসিয়া মোটামুটি ভালো লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

হযরত ওসমান কোন সনে জন্মগ্রহণ করেন তার কোনো লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কাহারও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ লিখিয়া রাখার রীতি সেকালে আরবদের ভিতর বড় একটা প্রচলিত ছিল না। আরব জাতি অসাধারণ স্মরণশক্তির জন্য বিখ্যাত ছিল। তারা বিশেষ বিশেষ ঘটনাসমূহ সযত্নে মনে রাখিত এবং সেই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ঘটনার সময় নির্ণয় করিত। কথিত আছে, যে-সনে ইয়েমেনের গভর্নর আবরাহা হাতি লইয়া মক্কা আক্রমণ করিতে আসেন, তার সাত বৎসর পর হযরত ওসমানের জন্ম হয়। আবরাহার মক্কা আক্রমণ আরব জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। উক্ত আক্রমণের সনকে আরবেরা 'হাতি সন' (The year of the elephant) বলিত। আল কোরআনের সুরা আলামতারায় উক্ত আক্রমণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সনে হযরত মোহম্মদ (স.) মক্কায় অবতীর্ণ হন। উহা খ্রিস্টীয় ৫৮০ সন। সে হিসাবে হযরত ওসমানের জন্ম-সন ৫৭৬ অথবা ৫৭৭ খ্রিস্টাব্দ।[১] তাঁর বাল্য-নাম আবু আমর। তিনি মক্কার কুরাইশ

[১] হযরত রসুল যে সময় মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত করেন ঐ সময় হযরত ওসমানের বয়স ৪৭ বৎসর ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। নবীর বয়স তখন ৫৩ বৎসর। সে হিসাবে হযরত ওসমানের জন্ম সন ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ।

প্রচলিত মতে, হযরত আবুবকর নবী অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট ছিলেন। এই হিসাবে হযরত আবুবকর হযরত ওসমান অপেক্ষা চার-পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন। হযরত ওমর ছিলেন নবী অপেক্ষা তেরো বৎসরের ছোট। সুতরাং তিনি হযরত ওসমান অপেক্ষা অন্তত ছয় বৎসরের ছোট ছিলেন।

বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা আফ্ফান সততা ও উদার ব্যবহারের জন্য বণিক-মহলে সুপরিচিত ছিলেন। মিসর, সিরিয়া ও কুফায় তাহার বাণিজ্যিক কারবার ছিল। কিন্তু তাঁর বেশির ভাগ কারবার ছিল সিরিয়ার সঙ্গে।

বিধাতা চিরসুখ কাহারও ভাগ্যে লেখেন না। হযরত ওসমান বাল্য বয়সেই পিতৃহারা হন। তৎপর তিনি পিতৃব্য হাকামের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর ওসমান পিতৃব্যের সহযোগিতায় বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হন এবং বিদেশ গমন আরম্ভ করেন। এই প্রিয়দর্শন ব্যবসায়ীর কমনীয় কান্তি, অমায়িক ব্যবহার দেশে ও বিদেশে পণ্যের বাজারে তাঁর পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিত। তাঁর আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে রা'বীরা এই বর্ণনা দিয়াছেন; দেহ নাতিদীর্ঘ, নাভিস্থূল ও সুঠাম; মুখমণ্ডল লাবণ্যময় ও কোমনীয়; বর্ণ সুপক্ব গমের মতো হরিদ্রাভ। আবার কারও কারও মতে শ্বেত-রক্তাভ। উচ্চতা মধ্যমাকৃতি, নাসিকা উন্নত, দেহ মাংসল, তদুপরি গুটিকার দাগ। শ্মশ্রু ঘন-বিন্যস্ত ও দীর্ঘ। মস্তকের কেশ গ্রীবাদেশ পর্যন্ত লম্বিত। রক্তিম ওষ্ঠাধরের পশ্চাতে শুভ্র দন্তপাটি, সর্বোপরি তাঁর নীলাভ আয়ত চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি-সমস্ত মিলিয়া দর্শকমাত্রকেই মোহিত করিত। চরিত্রের দিক দিয়া হযরত ওসমান বাল্যকাল হইতেই সংযমী, সত্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কখনো মদ্যপান করিতেন না এবং কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইতেন না।

তিনি লাজুক স্বভাব ও বিনয়ী ছিলেন। কাকেও কষ্ট দেওয়া তিনি সইতে পারিতেন না। এই সকল গুণরাশি তাঁকে যুব-সমাজে আদর্শস্থানীয় করেছিল। বয়স্কদের নিকটও তিনি অতি আদরের পাত্র ছিলেন।

হযরত ওসমান বংশের দিক দিয়া হযরত রসুলের পর ছিলেন না। তাঁর পূর্বপুরুষ আব্‌দে মানাফ হযরত রসুলেরও পূর্বপুরুষ ছিলেন। তাঁর মাতা উরদী বিনতে কারবাজ ছিলেন মানাফ বংশীয়া। আর মাতামহী বায়জা ওরফে উন্মুখ হাকিম ছিলেন নবীর পিতা আবদুল্লাহর দুধ-বোন। আরবে দুধ-ভাই ও দুধ-বোন সম্পর্কে আপন ভাই-বোন সম্পর্ক অপেক্ষা কোনো অংশে হীন ছিল না।

কিন্তু হযরত ওসমান ও হযরত রসুল পরস্পর আত্মীয় হইলেও কুরাইশ বংশের যে দুই শাখায় তাঁহাদের জন্ম উক্ত দুই শাখার ভিতর সম্প্রীতি ছিল না বরং শত্রুতা ছিল। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ আব্‌দে মানাফ ছিলেন মক্কার নেতা। তাঁর মৃত্যুর পর উক্ত নেতৃত্ব বর্তে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হাশিমের ওপর কারণ জ্যেষ্ঠ আব্‌দেশ শাম্‌স অপেক্ষা তিনি অধিকতর কার্যদক্ষ ছিলেন। কিন্তু, আব্‌দেশ শাম্‌সের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র উমাইয়া উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্বের দাবি করেন এবং পিতৃব্য হাশিমের সঙ্গে

মূ'য়রের মতে, নবীর মৃত্যুকালে হযরত আবুবকরের বয়স ষাট এবং হযরত ওমরের বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসর ছিল। আর, আবু ওবায়দা, যিনি হযরত আবুবকর ও হযরত ওমরের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন, বয়সে তাদের দুইজনের মাঝামাঝি ছিলেন।

বিরোধ শুরু করেন। তিনি সর্বদাই তাঁর পিতৃব্যকে অপদস্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে উভয়ের ভিতরকার বিবাদ এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। কিন্তু মক্কার বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবর্গের জন্য এই যুদ্ধ ঘটিতে পারে নাই। এরূপ জ্ঞাতি-বিরোধে কুরাইশ বংশের যাবতীয় শাখা জড়িত হয়ে পড়িতে পারে এবং ভয়াবহ রক্তপাত ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাঁরা এক সালিশি মীমাংসার আয়োজন করেন। এই মীমাংসায় স্থির হয়, অতঃপর হাশিম কা'বা ঘরের সংরক্ষণ এবং হজযাত্রীদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করিবেন, আর উমাইয়ার হস্তে থাকিবে নগরের শাসন সংরক্ষণ ও যুদ্ধঘটিত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ।

কা'বা ঘরের সেবাইত ও হজযাত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে হাশিম ও তাঁর বংশধররা সমগ্র আরবে সুপরিচিত ও সম্মানিত হন। অধিকন্তু, হজের মৌসুমে তাদের প্রচুর অর্থলাভ হইত। পক্ষান্তরে পৌর-শাসনে তেমন অর্থাগম হইত না। মক্কায় যুদ্ধ-বিগ্রহও বিশেষ ঘটিত না। কাজেই উমাইয়া বংশীয়রা অর্থ ও খ্যাতি উভয় দিক দিয়া হাশেমিদের তুলনায় হীন হয়ে পড়িল। ইহার ফলে হাশেমিদের প্রতি তাদের ঈর্ষার ভাব দিন দিন বাড়িতে থাকে।

হাশিমের পুত্র আবদুল মুত্তালিবের সময় দুই শাখার ভিতর ইজ্জত ও প্রতিপত্তি ঘটিত পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। তাঁর অন্তঃকরণ ছিল উদার এবং ব্যবহার রাজোচিত। তিনি একাদশ পুত্রের পিতা ছিলেন। তখনকার সেই গোত্রীয় কলহের যুগে ইহা কম শ্লাঘার বিষয় ছিল না।

কেননা, তখন বংশের শক্তি নির্ভর করিত পুত্রদের সংখ্যার উপর। দেশে ও বিদেশে তাঁর বিপুল খ্যাতি এবং মক্কায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীহীন নেতৃত্বের জন্য লোকে তাঁকে মক্কার 'মুকুটহীন রাজ' (uncrowned king) বলিত। তাঁর পুত্র আবু তালিবও ছিলেন কুরাইশদের ভিতর অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী জননায়ক। এই আবু তালিবের পুত্র হইলেন হযরত আলী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্ববিশ্রুত নবী হযরত মোহাম্মদ (স.)।

উমাইয়া বংশীয় লোকেরা হাশেমিদের এই সম্মান ও প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারে নাই। তাদের পুরুষানুক্রমিক চেষ্টা ছিল হাশেমিদের খর্ব করা। মক্কায় শাসন-সংরক্ষণ ও সামরিক নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে তারা কূটনীতি ও সাহসিকতায় অভ্যস্ত হয়েছিল। অর্থের দিক দিয়া নিজেদের ন্যূনতম পূরণের জন্য তারা বৈদেশিক বাণিজ্যে অত্যধিক আগ্রহী হয় এবং দুই-তিন পুরুষের ভিতর বেশ সম্পদশালী হয়ে উঠে। শাসনক্ষমতা ও বৈভবের একত্র সমাবেশ তাহাদের আত্মম্ভরী ও বিলাসপরায়ণ করেছিল। পক্ষান্তরে হাশেমিগণ কা'বার সংশ্রবে থাকায় ধর্মভাবাপন্ন ও সাত্ত্বিক স্বভাব হয়েছিল। এইসব বিভিন্নতা উমাইয়া এবং তাদের পক্ষভুক্ত অন্যান্য কুরাইশদের ইসলামের সহিত বিরোধিতার মূলেও সক্রিয়ভাবে কার্যকরী হয়েছিল। কারণ, ইসলাম যিনি আনিয়াছিলেন তিনি ছিলেন হাশেমি বংশীয়।

কিন্তু, বিধাতার সৃষ্টি বিচিত্র। উমাইয়ার এক পুত্র হারিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন আবু সুফিয়ান; অপর পুত্র আবুল আ'সের ঔরসে জন্মে হাকাম ও আফ্‌ফান। তারা সকলেই হযরত রসুলের জানি দুশমন ছিলেন। অথচ আফ্‌ফানের পুত্র হযরত ওসমান ছিলেন পরম সাত্ত্বিক এবং প্রতিমা পূজার প্রতি আবাল্য বীতশ্রদ্ধ। পিতৃপুরুষদের অহমিকা ও বিলাসপ্রবণতা তাঁর চরিত্রে মোটেই দৃষ্ট হইত না। ইসলামের আহ্বানে মক্কায় প্রথম যে চল্লিশ ব্যক্তি তৌহিদে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁদেরই ভিতর ছিলেন এই হযরত ওসমান।

যে কালে হযরত ওসমান জন্মগ্রহণ করেন, তখন কেহই ভাবিতে পারে নাই, ভবিষ্যতে এইসব লোক এক মহা সাম্রাজ্যের অধিনায়ক হইবেন এবং বিশ্বে নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করিবেন। তাই এইসব লোকের জন্ম-তারিখ কেউ লিখিয়া রাখে নাই, তাদের বাল্যজীবনের ঘটনাবলি লইয়াও কেউ মাথা ঘামায় নাই। হযরত ওসমানেরও বাল্যজীবন সম্বন্ধে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায়, যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তিনি পিতার পন্থা অনুসরণ করেন এবং পিতৃব্য হাকামের সহযোগিতায় বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হন। এই সময় মক্কার অন্যান্য তরুণ ব্যবসায়ীর ভিতর হযরত আবু বকর ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায়-সূত্রে তাঁর সহিত হযরত ওসমানের পরিচয় ক্রমে হৃদ্যতায় পরিণত হয়। কারণ বয়সের সামঞ্জস্য ছাড়া উভয়ের ভিতর চরিত্র ও প্রকৃতিগত মিলও ছিল যথেষ্ট। তাঁহাদের এই বন্ধুত্ব হযরত ওসমানের জীবনে এর বিরাট পরিবর্তনের কারণ হয়েছিল। নিরীহ বণিকের পেশা ছাড়িয়া তিনি নও-মুসলিমদের সংকটময় বন্ধুর পথে পদক্ষেপ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, যদিও তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ছিল ধ্বংস অথবা ঐতিহাসিক অমরতা।